দৈনিক ইনকিলাব ৫৪

তারিখ ... 12 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ঢাঃবিঃ সিনেট অধিবেশন সম্পর্কে ডাকসু মনোনীত সিনেট সদস্যদের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন সম্পর্কে ডাকসু মনোনীত পাঁচজন সিনেট সদস্য মনোয়ার হোসেন রানা, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, মাহবুব তালুকদার, শামসুজ্জামান মেহেদী এবং কায়সার কামাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া সিনেটের নিয়ম-নীতি ও আইনগত বিধানকে গায়ের জোরে চুরমার করে কমিটি গঠনে ব্যর্থ হয়ে বাকশালী ও শিক্ষক লীগ হিসাবে পরিচিত বন্ধুগণ সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন তা বিকৃত মস্তিকের প্রলাপ বচন। বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা মনে করি ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডারে বর্ণিত সিনেটের আইনগত ক্ষমতার আলোকে যে কোন কমিটিই করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে আইনের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে গায়ের জোরে কমিটি গঠনের দাবী আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। অবশ্য আমাদের এই সিনেটর বন্ধুদের কাছ থেকে এর বেশী প্রত্যাশা আর কি-ই বা থাকতে পারে। কারণ এদের মধ্যে রয়েছেন- জনাব ইসমত কাদির গামা, যিনি ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের নায়ক, বাকশালী নেতৃবৃন্দ যারা ১৯৭৫ সালে আধা ঘন্টায় দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন, সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কায়েম করেছিলেন একদলীয় বাকশালী গণতন্ত্র, হরণ করেছিলেন মানুষের মৌলিক অধিকার। হাই কোর্ট-সুপ্রীম কোর্টকে পরিয়ে ছিলেন দলীয় শৃংখল। রয়েছেন অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান, যিনি হুমকি দিয়েছেন বাকশালে যোগদান না করলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের লাশ ফেলে দেওয়া হবে, যিনি সারাজীবন কমিউনিস্ট থেকে হঠাৎ করে হয়ে গিয়েছিলেন কোটিপতি। জানি না টাকার উৎস কোথায়। তবে খুকু'র দুলাভাই-এর সুবাদে হতে পারে। রয়েছেন মাদানির, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী- যারা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে প্রায় এক যুগ বাইরে চাকরি করে বিশেষ বিবেচনায় ফিরে পান তাদের চাকরি। রয়েছেন অধ্যাপক শাহাদত আলী, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৩য় বিভাগ ও নিম্ন পর্যায়ের এবং যার পিএইচডি গবেষণায় রয়েছে দুর্নীতি ও নৈতিকতার স্খলনের প্রমাণ। রয়েছেন শিক্ষক সমিতির নীল দলীয় নেতৃবৃন্দ যারা ছাত্র লীগের সন্ত্রাসকে উৎসাহ দেন নীরব সম্মতির মাধ্যমে। তালিকা আর দীর্ঘ না করে বলতে চাই কারা সিনেট অধিবেশনের দিন ছাত্র লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অজয় কর খোকনের নেতৃত্বে সিনেটরদের প্রতি অশালীন আচরণ করেছিল। পরে অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সাহেবের আহবানে তারা চলে যান (আমাদের ধারনা জনাব মামুন সাহেবই বোধ হয় তাদের এনেছিলেন)।

শ্রদ্ধেয় সিনেটরমন্ডলী সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকসু সিনেটর প্রতি মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন- অথচ তাঁদেরই সিনেটর অধ্যাপক মোহাম্মত খান তেড়ে গিয়েছিলেন উপাচার্যকে আঘাত করার জন্য। সিনেটে কমিটি গঠন আইনগত জটিলতাকে তারা বলেছেন, "উপাচার্যের সময়ক্ষেপণ ও ফাইল গায়েব করার বিষয়" হিসাবে। কি চমৎকার। আসলে এর মাধ্যমে তারা তাদের অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মন মানসিকতার পরিচয়ই দিয়েছেন- বা তারা নিজেরা যে ধরনের কাজে অভ্যস্থ তাই কল্পনা করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আসুন, বিশ্ববিদ্যালয়কে সুন্দর ও অর্থবহ করার জন্য সবাই মিলে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।